ভোরের কাগজ

তারিখ ... 2 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া

চারদলীয় জোট আগামী ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকবে

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছেন, যারা মনে করছেন বিএনপি আর এক বছরও ক্ষমতায় থাকবে না, তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, চারদলীয় জোট এক বছর না- পাঁচ বছর নয়—আগামী ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকবে।

গতকাল বুধবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রমনা উদ্যানের শতায়ু অঙ্গনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একথা বলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের আহ্বায়ক সাহাব উদ্দিন লাল্টু। অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বেলুন উড়িয়ে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

চারদলীয় জোট আগামী ১৫ বছর

● প্রথম পাতার পর

নেন বিএনপি ও সাবেক ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিষ্ঠাতা ছাত্রদল সভাপতি অধ্যক্ষ এনামুল করিম শহীদ, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. গোলাম হোসেন, সাবেক সভাপতি, শামসুজ্জামান দুদু, ড. আসাদুজ্জামান রিপন, ফজলুল হক মিলন, শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এমপি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন আলম এমপি, খায়রুল কবির খোকন, ইলিয়াস আলী এমপি, হাবিবুন নবী সোহেল, নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু এমপি, বর্তমান ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেহানা আক্তার রানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সুফিউল বারী বাবু, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুস সাত্তার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সভাপতি রফিকুল আলম মজনু ও মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সমাজ কল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদ, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও মোসাদ্দেক আলী ফালু প্রমুখ। দেশের বাইরে থাকায় তারেক রহমান প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে উপস্থিত ছিলেন না। সমগ্র অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন ছাত্রদল সংসদের এক নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি এম মোশাররফ হোসেন।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির ভাষণে ছাত্রদলের দুই যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমান ১ জানুয়ারি ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুরোনো দিনের ব্যর্থতা, গ্লানি ঝেরে ফেলে নববর্ষে মানুষ নতুন আশা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। নতুন করে শপথ নেয়, পরিকল্পনা করে—এজন্যই বছরের প্রথম দিন জিয়াউর রহমান ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুই যুগের কর্মতৎপরতায় ছাত্রদল জিয়ার সেই আশা কতোটা পূরণ করেছে সেটা আজ খতিয়ে দেখার দিন। তিনি বলেন, ছাত্রদল আমার প্রিয় সংগঠন। এই সংগঠনের ইতিহাস সাহস, ত্যাগ ও গৌরবমণ্ডিত। যারা দুই যুগে ত্যাগ স্বীকার করেছে, সীমাহীন দুর্ভোগ সহ্য করেছে তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং যেসব ছাত্রদল নেতাকর্মী ন্যায়ের পথে জীবন দিয়েছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

খালেদা জিয়া বলেন, গত দুই যুগে ছাত্রদলের ওপর সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছে। এই সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে। প্রতিপক্ষ ধারণা করেছিল শহীদ জিয়ার আদর্শ ও প্রেরণায় গড়া এই সংগঠনকে ধ্বংস করা গেলেই শহীদ জিয়ার স্মৃতি মুছে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু তাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। ভেতরে-বাইরের সকল চক্রান্ত মোকাবিলা করে ছাত্রদল সগৌরবে টিকে আছে। তিনি বলেন, গতানুগতিক ধারার ছাত্র রাজনীতিতে পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়েই জিয়াউর রহমান ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের আসল কাজ হবে ভালোভাবে লেখাপড়া করা। ছাত্রদলের নেতাকর্মীদেরকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে লেখাপড়ার দিকে। সেই জন্য সংগঠনে মেধাবী ও ভালো ছাত্রদেরকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে হবে। ছাত্রদল কোনো সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। চাঁদাবাজি, হল দখল করতে পারবে না। এরকম কোনো নজির পাওয়া গেলে বিএনপির মূল সংগঠনই হোক আর অঙ্গ সংগঠনের নেতাই হোক—তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো নেতা অন্য কোথায়ও কিংবা কোনো সংগঠনে গেলে তাদের চেনা-পরিচয় থাকলেও তাদের প্রতি কোনো করুণা-মায়া আমার থাকবে না। তিনি বলেন, বক্তৃতা, স্লোগান দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এ কাজ ছাত্রদলকে যোগ্যতার সঙ্গে করতে হবে। নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে-দলকে শৃঙ্খলা অনুযায়ী এগিয়ে নিতে হবে। যারা খারাপ কাজ করছে, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। এসব লোককে জাতীয়তাবাদী দলে কিংবা তার অঙ্গ সংগঠনে রাখার প্রয়োজন নেই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রদলকে প্রতি বছর সম্মেলন করতে হবে। ছাত্রদল মানে ছাত্র হতে হবে। অছাত্রদের দলে কোনো স্থান নেই। যারা মেধাবী ছাত্র তাদের নিয়েই নতুন নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। ছাত্রদল থেকে তারা যুবদল ও বিএনপিতে যাবে। প্রত্যেককে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। ছাত্রদলকে এমনভাবে শপথ নিতে হবে যে, তারা যেন শহীদ জিয়ার ও বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, আমরা গরিব দেশ— একথা ভুলে যেতে হবে। সততার সঙ্গে কাজ করলে আমরা গরিব থাকবো না। গত এক বছর যাবৎ চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায়। দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ... বিএনপিকে জোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এক বছরেই বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পেরেছি। অথচ একটি গোষ্ঠী বাংলাদেশকে পিছিয়ে রাখতে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। কিন্তু এদেশের মানুষ কখনো ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে নেই। তিনি বলেন, আমি যখন বিএনপির দায়িত্ব নেই। তখন দেশে রাজনীতি ছিল না, গণতন্ত্র ছিল না, গণতন্ত্র চর্চা করারও কোনো সুযোগ ছিল না, ৯ বছর আমরা ওই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। স্বৈরাচার আন্দোলনে ছাত্রদলের সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল। ১৯৯১ সালে আমরা অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করেছি। স্বাধীনতার পর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশের মঙ্গল চায়নি, জনগণের আসা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই জনগণ তাদের ভোট দেয়নি। সব সময়ই জনগণ শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়। যার ফলে ৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতা স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছে। বিএনপি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, এটা দেশবাসী বুঝেই বিএনপিকে ভালোবেসে, বিএনপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, আমাদের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সবদিকের দরজাই খোলা। যে দিকে গেলে ভালো হবে আমরা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে প্রতিবেশী সকল দেশের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমরা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, বিগত সরকার আমলে প্রশাসনে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, সন্ত্রাস, রাহাজানি চলছিল। দীর্ঘ সংগ্রাম করে চারদলীয় জোটকে সরকারে আসতে হয়েছে। ৫ বছর আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে। একেক জন নেতার নামে ১০০-র ওপরেও মামলা রয়েছে। এসব মিথ্যা মামলা নিয়মনীতির মাধ্যমেই প্রত্যাহার করা হবে। তিনি বলেন, যারা মনে করছেন বিএনপি আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না—তাদের মনে রাখা উচিত—চারদলীয় জোট এক বছর নয়, পাঁচ বছর নয়, আগামী ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকবে ইনশাল্লাহ।

আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, শহীদ জিয়াউর রহমান যে স্বপ্ন নিয়ে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছাত্রদলকে সেই আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, আজকের সমাজে ছাত্ররা আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। শুধু রাজনীতি নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে নেতৃত্বে টিকে থাকতে হবে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করতে হবে। ছাত্রদলের নামে কেউ যেন চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করতে পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদল গঠন করা হবে। অছাত্র কখনো ছাত্রদলে স্থান পাবে না। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে যুবদলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, কেউ কেউ নাকি বলে বেড়ান বিএনপি আগামীতে আর ক্ষমতায় আসবে না। জনগণই নির্ধারণ করবে কারা ক্ষমতায় থাকবে। জনগণের ভোট পেলে আমরা আবারো ক্ষমতায় থাকবো।

আমান উল্লাহ আমান বলেন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের যোগ্য নেতৃত্বে ছাত্রদল সুসংগঠিত হচ্ছে। ছাত্রদলের ইতিহাস দেশের মানুষ ভালো করে জানে। খালেদা জিয়ার মতো নেত্রী আমাদের যতোদিন থাকবে আমরা ততোদিনই ক্ষমতায় থাকবো। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাস সন্ত্রাসের ইতিহাস, সাত মার্ডারের ইতিহাস।

ছাত্রদল প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যক্ষ এনামুল করিম শহীদ বলেছেন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ভালো ভালো ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদল সুসংগঠিত করেছেন। আগামীতে আরো গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেবেন তারেক রহমান। এ জন্য তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানাই। তারেক রহমানকে আমি আহ্বান করবো।